Study Material

6th semester history Honours

Core course 13

রোম্যান্টিকতা বলতে কি বোঝায়?

By Aniket Mitra

রোমান্টিকতা (ইংরেজি ভাষায়: Romanticism) পশ্চিমা বিশ্বের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা বা আন্দোলনের নাম যা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সমালোচনা এবং ইতিহাস-লিখনের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল। সাধারণ ক্লাসিসিজ্‌ম এবং নব্য-ক্লাসিসিজ্‌মের নিয়মানুবর্তিতা, সৌষ্ঠব, ভারসাম্য, আদর্শিকতা, স্থিরতা এবং যৌক্তিকতাকে বর্জনের মাধ্যমে রোমান্টিকতার উদ্ভব ঘটেছিল। এছাড়া একে আলোকপ্রাপ্তি এবং অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও ভৌত বস্তুবাদের সাধারণ প্রতিবাদ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। রোমান্টিকতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল যুক্তিহীনতা, কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৌকিকতা বহির্ভূত স্বজ্ঞা। রোমান্টিক সাহিত্যিকদের অনেকে সাদা খাতা সামনে রেখে মনে যা আসত তা-ই লিখে যেতেন। সাহিত্যের উৎস হিসেবে চেতন মনের তুলনায় অবচেতন মনকে প্রাধান্য দিতেন।

রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য

রোমান্টিক কাজের নায়ককে একটি জটিল, বহুমুখী ব্যক্তি হতে হয়েছিল, তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তীব্রভাবে, গভীরভাবে, খুব আবেগের সাথে অনুভব করে। এটি একটি অন্তহীন, রহস্যময় অন্তর্ বিশ্ব সহ এক উত্সাহী, উত্সাহী প্রকৃতি।

রোমান্টিক কাজগুলিতে সর্বদা উচ্চ এবং নিম্ন আবেগের মধ্যে একটি বিপরীত ছিল, এই ধারার অনুরাগীরা অনুভূতির যে কোনও প্রকাশে আগ্রহী ছিল, তারা তাদের উপস্থিতির প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছিল। তারা নায়কদের অন্তর্গত জগতগুলি এবং তাদের অভিজ্ঞতাগুলিতে আরও আগ্রহী ছিল।

উপন্যাস লেখকরা তাদের উপন্যাসের ক্রিয়াটির জন্য যে কোনও যুগ বেছে নিতে পারতেন। এটি ছিল রোমান্টিকতা যা সমগ্র বিশ্বকে মধ্যযুগের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ইতিহাসের আগ্রহের ফলে লেখকরা তাদের যে-রচনা লিখেছিলেন সে সময়ের চেতনায় আকৃষ্ট হয়ে তাদের প্রাণবন্ত রচনাগুলি তৈরি করতে সহায়তা করে।

উনিশ শতকের রাশিয়ান সাহিত্যে রোমান্টিকতা এবং বাস্তববাদ

এই দিকনির্দেশগুলি রাশিয়াকেও ছাড়েনি। 19 শতকের রাশিয়ার সাহিত্যে রোমান্টিকতাবাদ এবং বাস্তববাদ বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত লড়াইয়ে প্রবেশ করে:

রোমান্টিকতাবাদ থেকে বাস্তববাদে রূপান্তর যা শাস্ত্রীয় সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব ফুল এবং পুরো বিশ্ব জুড়ে এর স্বীকৃতি হিসাবে কাজ করেছিল;

"সাহিত্যিক দ্বৈত শক্তি" একটি সময়কালে যখন রোমান্টিকতাবাদ এবং বাস্তববাদের ইউনিয়ন এবং সংগ্রাম সাহিত্যের দুর্দান্ত কাজ দেয় এবং কোনও কম লেখকও দেয় না, যা রাশিয়ান সাহিত্যে 19 শতকে "সোনার" বিবেচনা করা সম্ভব করেছিল।

রাশিয়ায় রোমান্টিকতার উত্থান 1812 সালের যুদ্ধে বিজয়ের কারণে হয়েছিল, যা একটি দুর্দান্ত সামাজিক উত্থান ঘটায়।অবশ্যই, রোমান্টিকতাবাদ সাহায্য করতে পারেনি তবে স্বাধীনতা সম্পর্কে ডেসেমব্রিস্টদের ধারণায় নিমগ্ন হতে পারে, যা সত্যই অনন্য রচনা তৈরি করেছিল যা পুরো রাশিয়ান মানুষের অভ্যন্তরীণ

অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। রোমান্টিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল, বিখ্যাত প্রতিনিধিরা হলেন এ এস পুশকিন (লিসিয়াম সময়কালে এবং "দক্ষিণী" গানে লেখা কবিতা), এম ইউ। প্রারম্ভিক কাজ)।

30 এর দশকে, বাস্তবতা শক্তি অর্জন করছে, যখন লেখকরা বর্তমান বাস্তবতাকে একটি মার্জিত, বোধগম্য ভাষায় প্রতিবিম্বিত করেছিলেন, নির্ভুলভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে মানব এবং সামাজিক ত্রুটিগুলিকে লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের উপহাস করেছেন। এই ধারার প্রতিষ্ঠাতা এ.এস. পুশকিন ("ইউজিন ওয়ানগিন", "বেলকিনস টেলস") হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার সাথে কলমের কম মেধাবী মাস্টার নেই, যেমন এন.ভি.গোগল ("ডেড সোলস"), আই.এস. তুরগেনিভ ("দ্য নোবল নেস্ট", "ফাদারস অ্যান্ড সন্স"), এল এন এন টলস্টয় (দুর্দান্ত কাজ "ওয়ার অ্যান্ড পিস", "আনা কারেনিনা"), এফ। এম। দস্তয়েভস্কি ("অপরাধ ও শাস্তি", "দ্য ব্রাদার্স করাজাজভ" ")। এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিভা সম্পর্কে লিখতে অসম্ভব, তবে আ.পি. চেখভের আশ্চর্যজনকভাবে স্বতন্ত্র গল্প এবং নাটকগুলি।

সাহিত্য

বৈশিষ্ট্য

রোমান্টিক সাহিত্যকে চৈতন্যমূলক অ্যাডভেঞ্চারের একটি গল্প বা সুর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যার জোর বৌদ্ধিকতা, বহিরাগত এবং রহস্যময়, ক্লাসিকাল সাহিত্যের করুণার বিরোধিতা হিসাবে ছিল। সাহিত্যের অভিব্যক্তিটি ছিল অপ্রস্তুত, তবে স্বভাবতই সংবেদনশীল এবং উত্সাহী ছিল।

রোমান্টিক যুগে সাহিত্য ব্যক্তিটির গুরুত্বকে মুক্তি দেয়, তাই তৎকালীন সাহিত্যিকদের লেখা আত্মজীবনীগুলি দেখা যেতে শুরু করে। এছাড়াও, resতিহাসিক উপন্যাস, গোথিক এবং হরর উপন্যাসের মতো নতুন ঘরানার উত্থান হয়েছিল।

কবিতা নিওক্লাসিক্যাল ম্যান্ডেট এবং পৌরাণিক থিম থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সংবেদনগুলি, স্বপ্ন এবং সমাজের সম্মেলনে জোর দিয়েছিল।

অ্যারিস্টটল একবারে যে বিধি উত্থাপন করেছিলেন সেই নিয়মকে সম্মান না করেই নিউওগ্রাসিকাল ডুডটিক জেনারগুলি প্রতিরক্ষা ও নাটকীয় ঘরানার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

একদল স্বীকৃত সাহিত্যিক পুরুষ গ্রেট ব্রিটেনে রোমান্টিকতার একটি নতুন মঞ্চ গঠন করেছিলেন। এই নতুন পর্যায়টি সংস্কৃতির ত্বরণ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে; তারা জনপ্রিয় কবিতা, নৃত্য, লোককাহিনী এবং মধ্যযুগীয় উপাদানগুলির জন্য একটি নতুন আকর্ষণ তৈরি করেছিল যা পূর্বে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

মেরি শেলি

মেরি শেলি ছিলেন একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক এবং শিরোনামে বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বা আধুনিক প্রোমিথিউস। উনিশ শতকের ইংরেজি রোম্যান্টিক আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত হন তিনি।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এটি রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে এবং তৎকালীন অন্যান্য লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। মেরি শেলি তাঁর পুরুষ সমসাময়িক সমবয়সীদের মধ্যে একমাত্র নাটকীয় কল্পকাহিনী লেখক হয়েছিলেন, পুরুষ-অধ্যুষিত মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে।

প্রথমদিকে, তাঁর কাজ সমালোচকদের দ্বারা অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল; তবে, অল্প অল্প সময়ে তিনি খ্যাতি এবং খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি ১৯ শতকের ইংরেজি ভাষার অন্যতম সেরা লেখক হয়ে ওঠেন।

মেরি শেলি উপন্যাসের বিভিন্ন ঘরানার কৌশল ব্যবহার করেছিলেন; ওয়াল্টার স্কটের theতিহাসিক স্টাইল (প্রথম রোমান্টিকগুলির মধ্যে একটি) এবং গথিক উপন্যাস, হরর ঘরানার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

পারকিন ওয়ারবেক শেলির অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। কাজের মাধ্যমে লেখক বন্ধুত্ব এবং সরলতার মূল্যবোধকে উপস্থাপন করার পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির একটি মেয়েলি বিকল্প প্রস্তাব করে।

তিনি ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং জীবনী হিসাবে অন্যান্য সাহিত্য ঘরানার লেখার জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। শেলি হ'ল একজন অবাস্তব মহিলা, এমন এক সময়ের প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি হয়েছিল যখন মহিলারা পুরুষদের মতো একই সুযোগ উপভোগ করেনি।

নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস' ইংরেজি সাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রকরণগ্রন্থের একটি। নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস ঘেঁটে তাত্ত্বিক ও বস্তুগত উভয় প্রকারের বহুবিচিত্র উপাদানের পদ্ধতিগত সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে এ গ্রন্থে। নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা বিকাশের সমগ্র ধারাটি- এর গ্রিক উৎসমুখ থেকে বিংশ শতকের নানামুখী প্রবাহ পর্যন্ত এখানে সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। লেখকদ্বয় একদিকে যেমন ডেমোক্রিটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলসহ গ্রিক চিন্তাধারার প্রতিভূদের নান্দনিক শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের মধ্যযুগীয়, রেনেসাঁ, ও নিও-ক্ল্যাসিকাল নন্দনতত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গ্রন্থটিতে কান্ট, গ্যেটে, শিলার, ফিকটে, শেলিং, হেগেলের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা যেমন আছে তেমনি বেকন, বার্কলি, হিউম, লিবনিজ এবং ক্রোচে-সান্তায়নের আলোচনাও রয়েছে।